অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের আয়োজনে ওয়াজ মাহফিল

!

মেহেরপুর পুলিশের তালিকাভূক্ত পলাতক শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের আয়োজনে দুইদিন ব্যাপি ইসলামি ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে জেলাব্যাপি শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। এনিয়ে সমালোচনা শুরু হলেও অজ্ঞাত কারণে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ রয়েছে নিরব।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেন তার পিতা মরহুম কিয়ামদ্দিন আলীর ২৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করেই এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে এই আলোচনা ও বিতর্ক।

পুলিশের গ্রেফতার আতংকে পলাতক এই আনোয়ার হোসেন, মাহফিলের সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও তিনি রয়েছেন পলাতক। তবে, মাহফিলকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে গাঁড়াডোব গ্রামে করা হয়েছে আলোক ঝলমল লাইটিং ও ডেকোরেশন। বেশ কয়েকদিন যাবৎ চলছে মাইকিং প্রচার প্রচারণা। আনা হয়েছে দেশ বরেণ্য ইসলামিক বক্তা ও ইসলামিক সংগীত শিল্পী।

সূত্রমতে, আনোয়ার হোসেন মেহেরপুরের শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ি হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার এই এজেন্টের জুয়া সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ নিয়ে পুলিশ, সিআইডি পুলিশসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম কাজ করছেন। পুলিশী গ্রেফতার এড়াতে আনোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ দুবাইতে আত্মগোপন করে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

তবে, স্থানীয় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র এক নেতার হাত ধরে সে নিজেকে ছাত্রদলের ও যুবদলের ব্যানার পোস্টারে ছেঁয়ে দিয়েছিল। নিজেকে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতার ঘনিষ্ট লোক বলেও পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। আনোয়ার হোসেন তার অবৈধ আয়ের টাকা দিয়ে এলাকায় ধর্মীয় দানবীর হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এলাকায় গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী বাহিনী। আনোয়ার হোসেন ও তার সেই বাহিনীকে রাজনৈতিক সহযোগীতা করছে এলাকার একজন প্রভাবশালী নেতা।

স্থানীয়রা জানান, গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্টদের একজন হিসেবে পরিচিত। অথচ, সে অবৈধ টাকা দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে বিপুল ব্যয়ে এই আয়োজন করেছে। তরুণদের সর্বনাশ আর পারিবারিক ধ্বংস জড়িয়ে, সেই টাকায় দানের নামে ইবাদত কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা এমন প্রশ্নও করেন তারা।

গাঁড়াডোব গ্রামের লোকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ৫-৭ বছর আগেও আনোয়ার হোসেন পারিবারিকভাবেও স্বচ্ছল ছিলেন না। বিকাশ কোম্পানীতে সে ৭ হাজার বেতনে চাকুরী করতো। হঠাৎ সে অনলাইন জুয়াতে জড়িয়ে অল্প দিনের মধ্যেই হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের মালিক বনে যান। সেই সাথে এলাকার শত শত যুবককে যুক্ত করেন অনলাইন জুয়ার জগতে। আনোয়ার হোসেন প্রশাসনের নজরে আসার সাথে সাথে পালিয়ে যান দুবাইতে। কিছুদিন আগে সে বাড়ি ফিরে এসে বিএনপি’র এক নেতার হাত ধরে রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাতায়াত বাড়ান। এক পর্যায়ে সে নিজেকে ছাত্রদলের জেলা পর্যায়ে নেতা পরিচয় দিয়ে এলাকায় পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে দেন। আনোয়ার হোসেন পলাতক জীবনযাপন করলেও তার ভাই সানোয়ার হোসেন গাঁড়াডোব বাজারে আনোয়ার হোসেনের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছেন।

জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেন তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লাখ টাকা ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন ও প্রচার-প্রচারণা চালানোতে নড়ে চড়ে বসেছে মিডিয়া এবং স্থানীয় প্রশাসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, গাড়াডোব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট আকারের একটি প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছে। বক্তাদের জন্য সুদর্শন মঞ্চ এবং বিশাল এক তোরণ তৈরী করা হয়েছে। মাঠের আশেপাশের এলাকায় আলোকসজ্জা এবং ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে দিয়েছেন আয়োজকরা। মাহফিলের বক্তা ও দেশসেরা ইসলামী সঙ্গীত শিল্পিরা আসবেন বলে মাইকিং চলছে বেশ কয়েকদিন থেকেই।

জানা গেছে, আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া সংশ্লিষ্ট একাধিক মামলা রয়েছে এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তদন্তও চলমান। সম্প্রতি সিআইডি মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ১৯ জনের বিরুদ্ধে যে তদন্ত শুরু করেছে, সেই তালিকায় আনোয়ার হোসেনের নামও রয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ আয়োজন কীভাবে হলো তা নিয়েও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

নাগরিক সমাজ উদ্বেগ জানিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, “এলাকার অনেক যুবক তরুণ অনলাইন জুয়ার ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতায় কাজ করছি। অনলাইন জুয়ার অর্থে ধর্মীয় আয়োজন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিকভাবে যদি অনলাইন জুয়াড়িদের মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা চলতেই থাকবে। ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে মানুষকে বিপথগামী করা মোটেও কাম্য নয়। এসব আয়োজন অনেক সময় সমাজে প্রভাব বিস্তারের একটি কৌশল মাত্র।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। মাহফিল আয়োজনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের অনুমতি লাগে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জানান, “মাহফিল আয়োজনের জন্য একটি আবেদন দিয়েছিল। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। তিনি ইতিবাচক মত দিয়েছেন। অনুমতি এখনো পেন্ডিং রয়েছে। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তারা অনুমতি পাবে। মাহফিল ঘিরে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গাংনী পৌর ছাত্রদলের সদস্য

সচিব গাঁজা ও টাকাসহ আটক

মেহেরপুরের গাংনী পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব শিশির আহমেদ শাকিলকে ১শ গ্রাম গাঁজা ও নগদ ৫৩ হাজার ১শ টাকাসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী।

শনিবার রাতে তাকে আটক করা হয়। রবিবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার রায়।

আটক ছাত্রনেতা শাকিল আহমেদ গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলামের ছেলে।

ওসি উত্তম কুমার রায় জানান, তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ৫৩ হাজার ১০০ টাকার বিষয়ে তদন্ত চলছে।

গাংনীতে সড়ক পার হতে গিয়ে বাঘডাসার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সড়ক পার হতে গিয়ে একটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একটি মেছোবাঘের(বাঘডাসা) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ২টায় গাংনী–মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কে চেংগাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত রাতে হঠাৎ সড়ক পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস মেছোবাঘটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণীটির মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাসটি চলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন মৃত মেছোবাঘটি সড়কের পাশ থেকে সরিয়ে রাখেন।

খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান।

মেহেরপুর জেলা বন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হামিন হোসেন বলেন, নিহত মেছোবাঘটি পূর্ণবয়স্ক ছিল। মেছোবাঘটি সড়ক পার হওয়ার সময়

দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে এটি মাটিচাপা দেওয়া হয়।

তিনি আরো বলেন, এলাকাটি বন্যপ্রাণীর চলাচলের পথ হিসেবে পরিচিত। এ কারণে সড়কে যানবাহন চলাচলের সময় আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর কলেজের অধ্যাপক ও ভুগোল ও পরিবেশবিদ মাসুদ রেজা বলেন, গতি নিয়ন্ত্রণ ও সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপনসহ কার্যকর উদ্যোগ না নিলে এ ধরনের দুর্ঘটনা আরও ঘটতে পারে।

গাংনীর নওয়াপাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো অসুস্থ গরুর মাংস, বিক্রেতার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির দায়ে আফেজ আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পরিচালিত অভিযানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন এই দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মাংস বিক্রেতা হলেন আফেজ আলী (৫০)। তিনি গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আফেজ আলীকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মাংস বিধি মোতাবেক অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা মাংসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন। খোজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া বাজারে মাঝে মাঝে কসাইরা এমন অসুস্থ পশু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এ বাজারে আরও বেশি বেশি প্রশাসনের নজরদারী বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে, তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।

গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

তবে, এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের চাপ ও প্রভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে।

জানা যায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম হলেও মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে হয়েছে ব্যতিক্রম। জেলার গাংনী উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে অন্তত ৬৯ জন ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাড়াবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ এম এইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম জি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি বি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাজীপুর মাথাভাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানিকদিয়া, এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

তাদের অনেকের বেতন চালু হলেও যশোর শিক্ষা বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমতি সম্বলিত কোনো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ লেন দেনেরও অভিযোগ উঠেছে।

জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালুজ্জামান হেলু বলেন, আমি বিএনপি করার কারণে বিগত সরকারের সময় ঠিকমত স্কুলেই আসতে পারিনি। আমার অজান্তেই অনেক কিছু হয়ে গেছে।

২০২২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাক ডেটেড চার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এই চারজনের সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখা যায়, তাদের কাগজপত্র জাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা স্কুল পর্যন্ত আসে; তাদের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়।

তবে এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, তৎকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে চেয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সেভাবে করতে হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা নিয়োগের বিষয়ে সব অস্বীকার করছেন। তাদের দাবি, আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়েছে; এরপর আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। তারপর যোগদান করেছি। বিষয়টা তো আদৌই সত্য না।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

গাংনীতে তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে পিঠা উৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের। জমকালো এই পিঠা উৎসবে চিতই, পাটিসাপটা ও পাকানসহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গেছে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা ধরনের খেলা। পিঠা উৎসবে ১২টি স্টলে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তারা নিজেদের স্টল পরিচালনা করেন।

দিনব্যাপী এ পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করে উদ্যোক্তারা মেলায় হাজির হন। পাশাপাশি ছিল আধুনিক নানা ধরনের পিঠা। ১২টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন তারা। সকাল থেকেই তরুণ প্রজন্ম পিঠা উৎসবে ভিড় জমান এবং নতুন ও পুরোনো নানা রকমের পিঠার সঙ্গে পরিচিত হন।

পিঠা উৎসবের এমন আয়োজনে উদ্যোক্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরও উদ্যমী ও সৃজনশীল করে তুলবে।

এছাড়াও তারুণ্যের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পরে আয়োজকরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নাজমুল হুদার বার্ষিক আয় ৪ লাখ

৭৩ হাজার টাকা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতের প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা। তিনি জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫শ টাকা, যা তিনি ব্যবসা থেকে আয় করেন। তাঁর কৃষি ও অকৃষি জমি, পুকুর, বসতবাড়ি ও ব্যবসা মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নাজমুল হুদার হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ও অর্জিত ৩৩ শতাংশ জমি, ৫ শতাংশ পুকুর, দ্বিতল বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে। তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৬ লাখ ৪ হাজার ৩১০ টাকা, যা তিনি ব্যবসা ও নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ হাজার টাকা।

তাঁর স্ত্রী মোছাঃ হাফিজা খাতুন একজন গৃহিণী। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১০ তোলা স্বর্ণ ও নগদ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।
নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় খালাস, একটি অব্যাহতি এবং একটি প্রত্যাহার হয়েছে।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকী।

শনিবার সকাল ১২টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-২ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

পরে ত্রুটি সংশোধন করে মনোনয়নপত্র জমা দিলে তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের বাইরে সকল প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।